তারিখ 0 8 JUN 2008
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে ব্যাপক আর্থিক অনিয়ম

মুসতাক আহমদ

দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আর্থিক ব্যবস্থাপনায় চলছে সীমাহীন স্বৈরাচার। পূর্বানুমতি ছাড়া নতুন বিভাগ খোলা, বিজ্ঞপ্তির অতিরিক্ত নিয়োগদান, এক খাতের টাকা অন্য খাতে ব্যয়, টেন্ডার ছাড়া কেনাকাটা, রাজনৈতিক কারণে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পদ সৃষ্টি ও নিয়োগ, সরকারি নিয়মের বাইরে শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা দান, নামে-বেনামে অর্থ ব্যয় দেখানোসহ নানা কারণে সৃষ্টি হয়েছে এ অবস্থা। ফলে সরকারি নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ঘাটতি বাজেট করছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সরকারও বসে নেই। বাজেট প্রণয়নকে সামনে রেখে সরকার (ইউজিসি) ২৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে ১৩ দফা সতর্কপত্র পাঠিয়েছে। এছাড়া সম্প্রতি নানা অনিয়ম-দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হওয়ার কারণে ইতিমধ্যে পাঁচ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে

বাজেট সামনে রেখে ইউজিসির ১৩ দফা সতর্কপত্র

অনিয়ম : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৫

অনিয়ম : আর্থিক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অপসারণ করা হয়েছে। এরও তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) তালিকাভুক্ত হয়েছে। শুধু তাই নয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতির তদন্তে দুদকের একটি বিশেষ টিম পর্যন্ত করা হয়েছে। এছাড়া আরও বেশকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম-দুর্নীতির খতিয়ান হাতড়ে বেড়াচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)।

সম্প্রতি ইউজিসি বাজেটকে সামনে রেখে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে যে সতর্কপত্র দিয়েছে, তা একপ্রকার রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। এতে খুব একটা লাভ হয় না বলে জানান সংশ্লিষ্টরা। ইতিপূর্বে ২০০৬ সালের ১৪ মে সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে একইভাবে ১৪ দফা এবং ২০০৭ সালের ১০ জুন আরেক পত্রে ১২ দফা নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল।

বিগত জোট সরকারের আমলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনিয়ম-দুর্নীতি হয়েছে লাগামহীন। দুর্নীতির দায়ে উদ্ভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও মওলানা ভাসানী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ ছাড়তে হয়েছে বহু আগেই। সম্প্রতি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, পেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদেরও বিদায় নিতে হয়েছে। বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ বেশকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউজিসির তদন্ত দল দুর্নীতি তালাশ করছে।

মূলত বিগত সরকারের আমলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রশাসনের উদাসীনতা, অবহেলা, একাডেমি, এলাকাপ্রীতি, দলীয়করণ, নিয়োগ বাণিজ্যের ফলে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় সৃষ্টি হয় অস্বচ্ছতা। ইউজিসির বিগত চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম আসাদুজ্জামানের নেতৃত্বে গত কয়েক বছর এ অবস্থার বিরুদ্ধে একপ্রকার জেহাদ হয়। অনেকটা সফলও হয় ইউজিসি। সংশ্লিষ্টরা জানান, গত বছরের এপ্রিল মাসে শীর্ষ পদে পরিবর্তন আসার পর ইউজিসির দুর্নীতিবিরোধী অভিযান থমকে যায়। শীর্ষ কর্তাব্যক্তিসহ কয়েকজন সদস্য এ ব্যাপারে বাগড়ে বসেন। ফলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আবার দুর্নীতিবাজরা সক্রিয় হয়ে উঠছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আসন্ন ২০০৮-০৯ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়নকে সামনে রেখে পুনরায় জারি করা সতর্কপত্রে কঠোর ভাষায় বলা হয়েছে, অননুমোদিত নিয়োগ ও পদোন্নতিসহ অন্যান্য কারণে ঘাটতি হলে তার দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়কে নিতে হবে। আর নিজস্ব আয় গোপন করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে ভর্তি পরীক্ষার আয়ের ৪০ ভাগ বাজেটে দেখানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নির্দেশনায় আরও বলা হয়েছে, বাজেট বরাদ্দের বাইরে সব ধরনের নিয়োগ দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখতে হবে বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে। বাজেট বরাদ্দের বাইরে কোন নিয়োগ বা বিধিবহির্ভূত কোন আর্থিক সুবিধা প্রদানের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়নি। আগামী অর্থবছরে মূল বাজেটে বরাদ্দের বাইরে কোন নিয়োগ দেয়া যাবে না। তবে শূন্যস্থানিত পদ পূরণ করা যাবে। আর বিশেষ প্রয়োজনে নিয়োগ দিতে হলে ইউজিসির পূর্বানুমতি নিতে হবে। বাড়তি নিয়োগ বা পদোন্নতির ফলে ঘাটতির সৃষ্টি হলে তার দায়-দায়িত্ব ইউজিসি নেবে না। এক খাতের অর্থ আরেক খাতে ব্যয় অর্থাৎ বেতন, পেনশন ও অন্যান্য খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ খাত পরিবর্তন করে ব্যয় বন্ধ করতে হবে। পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন ও পরিবহনের সেবামূলক সার্ভিসের জন্য সুবিধাভোগী শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাছ থেকে সমপরিমাণ অর্থ আদায় করে সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে পরিশোধ করতে হবে। এসব খাতে কোন প্রকার সাবসিডি/ভর্তুকি দেয়া যাবে না। পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ, টেলিফোন, আয়কর, পৌরকর ও অন্যান্য করের বিল বকেয়া রাখা যাবে না। পত্রে নতুন বিভাগ অনুমতি ছাড়া না খোলার ব্যাপারে কঠোরভাবে বলা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আর্থিক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত স্কুল-কলেজগুলোকে নিজস্ব জনবলের অন্তর্ভুক্ত না করে এসব প্রতিষ্ঠানকে স্বঅর্থে পরিচালিত করার নির্দেশনা দেয়া হয়। এ ব্যাপারে ইউজিসি বলেছে, আপাতত স্কুল ও কলেজকে অর্থ দিতে হলে থোক হিসেবে ৫ লাখ থেকে ১০ লাখ পর্যন্ত দেয়া যাবে। ইউজিসি'র পত্রে উন্নয়ন বাজেটে লোক নিয়োগের ব্যাপারে সতর্ক করে বলা হয়, লোক যত কম নিয়োগ দেয়া যায় সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে। আর এসব জনবল রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের জন্য কমপক্ষে ৬ মাস আগে প্রস্তাব পাঠাতে হবে ইউজিসিতে। সরকারি অর্থ ব্যয়ে যথাসম্ভব কৃচ্ছ্রতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়ে বলা হয়, ভাড়াকৃত অর্থ ব্যয়ে সরকারের প্রচলিত আর্থিক নিয়ম ও বিধিবিধান পালন করতে হবে।